এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৯: বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

প্রশ্ন ▶১ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে 'Z' নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করে—

i. আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা নীতি।
ii. স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ নীতি।
iii. পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্রের নাম কী? ১
খ. বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে- তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্রের নাম আফগানিস্তান।

খ যে নীতির সাহায্যে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাই বৈদেশিক নীতি।
বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই সব রাষ্ট্রই কোনো না কোনো বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাধারণত জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'Z' রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সাদৃশ্য রয়েছে।
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হলো— সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'। এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব পোষণ করে। দেশটি পৃথিবীর কোনো দেশ বা জাতির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আক্রমণ পরিচালনা করার দূরভিসন্ধি পোষণ করে না। বাংলাদেশ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।
উদ্দীপকে 'Z' রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূলকথা হলো 'আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা নীতি, স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ নীতি, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত'। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল কথাও তাই। এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোসহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। সুতরাং বলা যায়, 'Z' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি তথা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।
বাংলাদেশ একটি শান্তিকামী রাষ্ট্র। বিশ্বের সব দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং কারও সাথে শত্রুতা নেই। বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করে। সেই আলোকে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করছে। দেশটি স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করে। বাংলাদেশ নিজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতায় বদ্ধপরিকর। বিশ্বশান্তির মহানব্রত নিয়ে জাতিসংঘ সনদ, কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, সার্ক প্রভৃতি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের নীতি ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখে।
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সরকার সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের পাঠাচ্ছে। এ মিশনে বাংলাদেশর ভূমিকা আজ বিশ্বে সমাদৃত। তাছাড়া বিশ্বের কোনো দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বা যুদ্ধ সংঘটিত হলে বাংলাদেশ উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি অর্থাৎ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶২ 'ক' রাষ্ট্রের জন্মের পর রাষ্ট্রটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। সংস্থাটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করে।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. ওআইসি কী? ১
খ. কমনওয়েলথ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্থা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কাজ করছে- তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওআইসি(OIC- Organisation of Islamic Co-operation) হলো বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।

খ কমনওয়েলথ হলো সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বর্তমানে স্বাধীন এমন রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।
একসময় প্রায় সারা বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলগুলো একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ গঠন করা হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানি হলেন এ সংগঠনটির প্রধান।

গ 'ক' সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের মিল রয়েছে।
বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত ৫০টি দেশের জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র ১৯৩টি। বিশ্বশান্তি রক্ষা, অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বে ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জন্মের পর রাষ্ট্রটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। সংস্থাটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের

Teachingbd24.com

সদস্যপদ লাভ করে। এরপর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির সাথে আমার পঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসংঘের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির জন্য কাজ করছে, বিষয়টির সাথে আমি একমত।

বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করে। শান্তি ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে জাতিসংঘ। কোনো রাষ্ট্রের সাথে অন্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে এ সংস্থাটি আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। জাতিসংঘ আগ্রাসী ও শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। তাছাড়া সংগঠনটির নিরাপত্তা পরিষদ গোলযোগ ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

জাতিসংঘ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়। এছাড়া এটি আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে। সংগঠনটি এ সব কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কাজ করছে।

প্রশ্ন ▶৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র ইউরোপ অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে অভিন্ন বাজার ব্যবস্থা ও মুদ্রা প্রতিষ্ঠাসহ আরো কিছু উদ্দেশ্যে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট। এ জোট বাংলাদেশি পণ্যের বড় বাজার। এ ছাড়াও এ জোটের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে বহুবিধ সম্পর্ক। *[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সার্কের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১

খ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোটের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের সদর দপ্তর নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

খ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে বোঝায় বিশ্বের সামরিক জোট বা বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের জোটের মতাদর্শের বাইরে থেকে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির কথাই ধরা যাক। এদেশের বৈদেশিক নীতি স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, শেখ হাসিনাসহ দেশের বড় বড় নেতা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির কথা বলেছেন। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ধারায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পদ্ধতি গড়ে তোলার অধিকারে বিশ্বাসী, আর এ বিষয়টিই হলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলকথা।

গ উদ্দীপকে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে সেটি হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি আঞ্চলিক সংস্থা। ১৯৫৭ সালে পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি দেশের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ সংস্থাটির জন্ম হয়। বর্তমানের এর সদস্য সংখ্যা ২৭। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে এ সংগঠনটির সদর দপ্তর অবস্থিত। উদ্দীপকে এ সংস্থাটিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের সংস্থাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। এটি অভিন্ন বাজারব্যবস্থা ও মুদ্রা প্রতিষ্ঠাসহ আরও কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়। এ জোটটি বাংলাদেশি পণ্যের বড় বাজারও বটে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপীয় অর্থনীতি মহাসংকটে নিপতিত হয়। এ সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপকে সামনে রেখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়। সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অভিন্ন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বাণিজ্য ও অর্থনীতির উন্নয়নই ইইউ-এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বর্তমানে ইইউ-এর দেশগুলোর মধ্যে একক মুদ্রা চালু হয়েছে। এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে।

যেমন: ১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যৌথ সম্পদ শক্তি অর্জন করা; ২. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সম্পদের সর্বোচ্চ সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা; ৩. সদস্য দেশগুলোর উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করা। ৪. সদস্য দেশগুলোর উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য স্বল্প উন্নত ও অনুন্নত রাষ্ট্রকে সহায়তা করা। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থাটি অর্থাৎ ইইউ এর মূল লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জোট অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ২০০০ সালের ২২ মে ইইউ-এর সদর দপ্তর ব্রাসেলসে বাংলাদেশ ও ইইউ-এর মধ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ ও ইইউ-এর মধ্যে বাণিজ্য, উন্নয়ন সহায়তা এবং আর্থিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইইউ এদেশকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী সমাজের উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতি ইইউ সবসময়ই যত্নশীল। বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি বিষয়ে ইইউ বাংলাদেশে ব্যাপক সহায়তা করে থাকে। ইইউ বাংলাদেশের বাজার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ট্যারিফ ও ননট্যারিফ বাধা অপসারণ, তথ্য যোগাযোগ ও সংস্কৃতি খাতেও ব্যাপক অবদান রাখছে। এদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষার বিষয়গুলোতেও ইইউ অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তৈরি পোষাক শিল্পে বাংলাদেশ ইইউ-এর কাছ থেকে পাচ্ছে সর্বাধিক জিএসপি সুবিধা। উল্লেখ থাকে যে অস্ত্র ছাড়া বাংলাদেশের সব পণ্যই ইইউ-এর কাছ থেকে জিএসপি সুবিধা পেয়ে থাকে। এছাড়া ইইউ-এর অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহে বহু বাংলাদেশিরা শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ পাচ্ছে। এতে মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এই বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইইউ-এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই আন্তরিক।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ ফজলুল হক সম্প্রতি আফ্রিকা সফরে যান। তিনি দেখতে পান সেখানকার কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে।

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে তোমার পঠিত কোনো আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই উক্ত সংস্থার লক্ষ্য— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কমনওয়েলথ হলো কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন সংস্থা।

খ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি হলো সরকার কর্তৃক প্রণীত অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ও আচরণের নীতিমালা।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' এ নীতি অনুসরণ করে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সব সময়ই বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধে প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হওয়ায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুদৃঢ় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে আমার পঠিত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)-এর সাদৃশ্য আছে।

সার্ক ১৯৮৫ সালে গঠিত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট। শুরুতে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে এ আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আফগানিস্তান এর সদস্যভুক্ত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত। উদ্দীপকে আফ্রিকায় কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি এবং পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাওয়া সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল রয়েছে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতার কিছু প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রস্তাব দেন। এর প্রতি এশিয়ার সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। এটা স্বীকৃত যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সকল দেশের পক্ষেই কাম্য এবং সুবিধাজনক। এরই ফলশ্রুতিতে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৮৫ সালে সার্কের যাত্রা শুরু হয়।

উদ্দীপকের ফজলুল হক আফ্রিকা সফরে গিয়ে দেখতে পান সেখানকার কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থাটির গঠন এবং কার্যক্রমের সাথে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার মিল আছে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক গঠন করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের সংস্থার সাথে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর সাদৃশ্য আছে।

ঘ নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই উক্ত সংস্থা অর্থাৎ সার্ক-এর লক্ষ্য। বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করা হলো—

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট গঠন করা। তাই পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে গড়ে ওঠে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক। সার্ক সনদের ৮টি উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে— i. দক্ষিণ এশীয় জনগণের কল্যাণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ii. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সামাজিক অগ্রগতি সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি দেশের স্ব স্ব মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা, iii. দেশগুলোর মধ্যে সমষ্টিগতভাবে আত্মনির্ভরশীলতা জোরদার করা, iv. পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন, সমঝোতা এবং অন্যের সমস্যা উপলব্ধি করা, v. প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার প্রসার ঘটানো, vi. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো, vii. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা, viii. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। সার্ক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যদিও নানাবিদ কারণে সার্ক তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় ইস্যুর বাধার কারণে সার্কের মাধ্যমে বহুপক্ষীয় যে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা ছিল তা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিদ্যমান নানা সমস্যা থাকলেও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মনোভাবের সমাপ্তির মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করার ওপর নির্ভর করছে সার্কের অগ্রগতি তথা লক্ষ্যের সঠিক বাস্তবায়ন।

প্রশ্ন ▶৫ দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেও বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে বঙ্গোপসাগরের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধ মিটাতে পারেনি। অবশেষে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যায়। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে। তাতে বাংলাদেশের অধিকার অর্জিত হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে, বিশ্বের যেকোনো দেশের সঙ্গেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেকোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]

ক. কমনওয়েলথ গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. সার্কের উদ্দেশ্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মিয়ানমারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুসৃত বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আশাবাদ পূরণ করা কীভাবে সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৩১ সালে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

খ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে সামনে রেখে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করাই সার্কের উদ্দেশ্য।

সার্ক সনদে ৮টি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়। সেগুলো হলো- দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মানুষের কল্যাণ সাধন ও জীবনমান উন্নয়ন; দেশগুলোর মধ্যে যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীলতা জোরদার করা; সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ, সমস্যার নিষ্পত্তি ও পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন করা; সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন অগ্রগতির জন্য যৌথভাবে কার্যক্রম স্থির ও রূপায়ন করা; সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতা জোরদার করা; সার্কভুক্ত ৮টি দেশ পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলবে এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল থাকবে।

https://teachingbd24.com

গ মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সব বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাকে উৎসাহিত করে। এ নীতির একটি অন্যতম দিক হলো আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধান। উদ্দীপকে বর্ণিত মিয়ানমারের সাথে বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে আমরা এ নীতির প্রতিফলন দেখতে পাই।

বঙ্গোপসাগরে নিজেদের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দীর্ঘ ৩৮ বছর বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করে আসছিল। এ দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ জানার পরেও দেশটি মিয়ানমারের প্রতি কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেনি। বরং ন্যায্য অধিকার পেতে ২০০৯ সালে জার্মানির হামবুর্গ ভিত্তিক সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে (International tribunal for the Law of the Sea- ITLOS) মামলা করে। সংগঠনটি ২০১২ সালে বাংলাদেশের পক্ষে রায় দেয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ নিজ দেশের সমৃদ্ধি অর্জন ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা রক্ষার পাশপাশি আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ওপর সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাই আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও দেশটি শক্তিপ্রয়োগ পরিহার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানে প্রয়াসী হয়। উদ্দীপকের ঘটনাটি যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘ যেকোনো দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক আলোচনা শান্তিপূর্ণ সমাধান দিতে পারে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন যার বাস্তব উদাহরণ। আর এ প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর আশাবাদ পূরণে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার কোনো বিকল্প নেই।

শুধু নিজ দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নানা ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এসব দেশ যদি শক্তি প্রয়োগ নীতি পরিহার করে বাংলাদেশের মতো শান্তিপূর্ণ সমাধানের নীতি গ্রহণ করে তবে কোনো সংঘাত ছাড়াই কার্যকর সমাধান পেতে পারে।

সমস্যা সমাধানে আলাপ-আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। আলোচনা যেকোনো বিষয়কেই সহজ এবং যৌক্তিকভাবে উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়। এক্ষেত্রে শত্রুতা নয় বরং মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলে কার্যকর ফল আশা করা যায়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের অধিকার অর্জন করেছেন এবং তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, যেকোনো দেশই এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধান করতে পারে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূলকথা হলো— পৃথিবীর সব দেশর সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। অন্যদিকে নিজেদের অধিকার, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ পুরোপুরি সচেতন। এক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ নীতি পরিহার করে আলোচনার নীতি অনুসরণের ওপরই প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তার এ আশাবাদ পূরণে পারস্পরিক বিরোধে জড়িত দেশগুলো বাংলাদেশের এ নীতি অনুসরণ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶৬ সত্তরের দশকে একটি দেশ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একত্রিত হয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. বৈদেশিক নীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. কেন 'সার্ক' গঠিত হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সংগঠন এর সাদৃশ্য আছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটিতে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতির সাহায্যে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাই বৈদেশিক নীতি।

খ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং সহযোগিতা তৈরির লক্ষ্যে সার্ক গঠিত হয়েছিল।

বর্তমান বিশ্বে আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সার্ক এমনি একটি সংস্থা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধন করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করাই সার্কের প্রধান লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের OIC সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য আর সৌহার্দ্যের যে মহান শিক্ষা রাসুল (স) আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাকে ভিত্তি করে ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের অঙ্গীকার নিয়ে ওআইসি (OIC) গঠিত হয়। ওআইসি (OIC)-এর পূর্ণরূপ হলো Organisation of Islamic Co-operation. উদ্দীপকেও এ সংগঠনটির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, সত্তরের দশকে একটি দেশ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের পর ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় গোটা মুসলিম বিশ্বে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ আগস্ট ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা কায়রোতে আলোচনায় বসেন। এর পর অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ২৪টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৭০ সালের ২২ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত মুসলিম মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে জেদ্দায় OIC-এর সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এভাবেই মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ সংস্থা OIC (ওআইসি) সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। উদ্দীপকেও এ সংগঠনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে OIC-এর সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে এর বিভিন্ন সাংগঠনিক ও কমিটিতে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য বাংলাদেশকে এর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, অঙ্গসংগঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কমিটির সদস্য করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালের ৬-১০ ডিসেম্বর ঢাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওআইসি-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের, বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে যথাসম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অব্যাহত সমর্থন জানিয়ে আসছে, ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসনকে নিন্দা জানিয়েছে, বসনিয়া যুদ্ধ বন্ধের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী আরব দেশগুলোর উপকূলে মার্কিন

https://teachingbd24.com

সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মার্কিন হামলার নিন্দা করে। বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ওআইসি-এর সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ১১ দফা প্রস্তাব পেশ করে। বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এ সংগঠন থেকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাও অর্জন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ওআইসিতে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট।

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]

ক. প্রতিবন্ধি কারা? ১

খ. ওআইসি (OIC) কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটির মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবন্ধি হলো তারা যারা দৈহিক, মানসিক ও বোধ শক্তিজনিত অসুবিধার কারণে যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে অক্ষম এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত।

খ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ওআইসি (OIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

মুসলিম দেশগুলোর সর্ববৃহৎ সংগঠনের নাম হল ওআইসি(OIC), যার পূর্ণরূপ— Organisation of Islamic Cooperation। এটি বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মুসলমানদের স্বার্থে ভূমিকা রাখা ওআইসি (OIC) গঠনের অন্যতম কারণ।

গ উদ্দীপকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের কথা বলা হয়েছে।

সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করে আঞ্চলিক অখণ্ডতা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সার্ক (SAARC) গঠনের মূল উদ্দেশ্য। উদ্দীপকের আঞ্চলিক সংস্থারও অনুরূপ উদ্দেশ্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। এ তথ্যগুলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক (SAARC- South Asian Association for Regional Cooperation)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী আটটি রাষ্ট্র নিয়ে সংস্থাটি গঠিত। সার্ক গঠনে বাংলাদেশই উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সংস্থাটি গঠিত হয়। সার্কের মূলনীতিগুলো হলো— এ সংস্থার যেকোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে; দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় আলোচনার জন্য তোলা হবে না; সদস্য রাষ্ট্রগুলো একে অপরের ওপর কোনো প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করে আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নীতি মেনে চলা; এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। সর্বোপরি এর অন্যতম মূলনীতি হলো সবসময় এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সংগঠনটির ভূমিকা পালন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থা অর্থাৎ সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ট।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর স্বপ্ন দ্রষ্টা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সার্ক গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় সংস্থাটি গঠিত হয়। তবে বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু সার্ক গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর যেকোনো সমস্যা সমাধানে সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সার্ক গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা সর্বজনবিহিত। সংগঠনটির জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। অন্যতম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি, আবহাওয়া, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবেশসহ বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও অবাধ করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে ইসলামাবাদে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (SAFTA- South Asian Free Trade Area; এর আগে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল SAPTA- SAARC Preferential Trading Arrangement) সম্পাদিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে সার্কের সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। এছাড়া মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সদস্য দেশগুলোকে সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৮ সালে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAC- SAARC Agriculture Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে এ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত সক্রিয়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা এবং এর পরবর্তী সব কার্যক্রমে এদেশের অংশগ্রহণ একথাই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ বাংলাদেশ ২০১২ সালে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার শান্তি রক্ষা মিশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ পরবর্তী শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ দেশ পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সংস্থাটি পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে।

[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে? ১

খ. বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটির গঠন লেখ। ৩

ঘ. "বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ উক্ত সংস্থার সবচেয়ে সক্রিয় অংশীদার।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

খ যে নীতির সাহায্যে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাই বৈদেশিক নীতি।

বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সব রাষ্ট্রই কোনো না কোনো বিষয়ে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাধারণত জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যার লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং মানবাধিকার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৪৫ সালে ৫১টি রাষ্ট্রের জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র ১৯৩টি। এর প্রধান অঙ্গসংস্থাগুলো হলো- সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং জাতিসংঘ সচিবালয়।

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভার মতো। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এটাই একমাত্র পরিষদ যেখানে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সব রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও প্রতিনিধিত্বের অধিকারী হিসেবে অবস্থান করে।

জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব এ পরিষদের। এটি মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী এবং বাকি ১০টি অস্থায়ী (যাদের মেয়াদকাল ২ বছর) সদস্য রাষ্ট্র। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নে এ সংস্থার ভূমিকা অনন্য।

বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা/পরিচয় আছে কিন্তু স্বাধীনতা নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। বর্তমানে এ পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হয়েছে। এর সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত।

জাতিসংঘ সচিবালয় হলো এর প্রশাসনিক বিভাগ। বিশ্বশান্তি, সহযোগিতা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

ঘ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ উক্ত সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের শান্তিরক্ষা মিশনের সবচেয়ে সক্রিয় অংশীদার। উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG)-র অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন শুরু করে। এরপর থেকে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা মিশনের প্রধান অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৩৮টি রাষ্ট্রে ৫৪টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে প্রায় ১১,০০০ সেনাসদস্য পাঠিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১২টি দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে এদেশের সেনাসদস্যরা কর্মরত আছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান খুবই গৌরবের। এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কমান্ডার হিসেবে ও উর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের 'The cream of UN peacekeepers' বলে আখ্যায়িত করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে। ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের এ অবদান আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

এভাবে জাতিসংঘ বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আমাদের দেশকে সাহায্য করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও জাতিসংঘ সনদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল থেকে এর বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶৯ ফজলুল হক সম্প্রতি আফ্রিকা সফরে যান। তিনি দেখতে পান সেখানকার কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে।

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. নির্বাচন কী? ১

খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে তোমার পঠিত কোনো আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই উক্ত সংস্থার লক্ষ্য— বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়াই হলো নির্বাচন।

খ সৃজনশীল ৪নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶১০ দেশের উত্তরাঞ্চলের জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনগ্রসর ছিল। উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহ অনগ্রসরতা কাটিয়ে উন্নতির লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হওয়ার পর যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হলে দু'অঞ্চলের মধ্যে সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলের জনগণ উপকৃত হতে থাকে। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. কী উদ্দেশ্যে সার্ক গঠিত হয় লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সহযোগিতার সফলতাকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হলে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রসমূহ লাভবান হবে বলে তুমি মনে কর কি? মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC এর পূর্ণরূপ হলো- South Asian Association for Regional Cooperation.

খ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঐক্য স্থাপন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক গঠিত হয়।

সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ) নিয়ে এটি গঠিত হয়; ২০০৭ সালে আফগানিস্তান এর সদস্যপদ লাভ করায় সংস্থাটির বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র ৮টি। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের

https://teachingbd24.com

কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতা, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ, পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য সার্ক গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। একটি অগ্রসর অঞ্চল পিছিয়ে পড়া অঞ্চলকে বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জনগণের সমৃদ্ধি অর্জনে সফলতা আসে।

উদ্দীপকের সহযোগিতার সফলতাকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়। এক্ষেত্রে প্রতিবেশি দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো যেসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে উন্নত দেশগুলো সহযোগিতার মাধ্যমে তা দূর করতে পারে। উদ্দীপকের ঘটনায় যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হওয়ায় যেমন যোগাযোগব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়েছে, তেমনি সহযোগিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনিভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রের প্রতি শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করতে হবে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিশ্বের সব দেশের সাথে বন্ধুতাপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলো লাভবান হবে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

ঘ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হলে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলো লাভবান হবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অথবা অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা লাভ করে লাভবান হতে পারে। জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ সংস্থার অনেকগুলো সহযোগী সংগঠন রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কৃষি, নারী অধিকার, মানবাধিকারসহ নানা ক্ষেত্রে গঠনমূলক অগ্রগতির আনয়নে এ সংস্থাটি কাজ করে চলেছে। তাছাড়া ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে।

বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলো যদি বিভিন্ন উন্নয়ন ও দাতা সংস্থার বত্যিকার সহযোগিতা পায় তাহলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশপাশি সব ক্ষেত্রেই তারা উন্নতি করবে। উন্নত রাষ্ট্রগুলো এক্ষেত্রে প্রধান সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আমি মনে করি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হওয়া দরকার।

প্রশ্ন ▶ ১১ সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষণীয়। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। আন্ত-রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বহুবিধ সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্য এই সংস্থাটি নির্ধারণ করে। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সংস্থাটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির নাম কী? এই সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থা গঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর সংগঠন হলো কমনওয়েলথ; সংগঠনটি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র ৫৩টি।

খ জাতিসংঘের সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলো নিরাপত্তা পরিষদ।

নিরাপত্তা পরিষদ ৫টি স্থায়ী (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন) ও ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটে প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচিত হয়। এরা দুই বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো সার্ক।

উদ্দীপকের সংস্থাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় এবং এটি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এ তথ্যগুলো সার্ক (SAARC- South Asian Associaton for Regional Cooperation)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, সার্ক হলো দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা এবং এটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সার্ক সনদ (১৯৮৫ সালে ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত) অনুযায়ী সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা; সদস্য দেশগুলোর মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সব ধরনের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা।
৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা দান।
৪. আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করা।
৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৬. বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৭. সর্বজনিন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা।
৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

ঘ উক্ত সংস্থা অর্থাৎ সার্ক গঠনে বাংলাদেশের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে।

সার্ক প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অভিন্ন। কারণ, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ। এজন্য একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। এ প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে এদেশের মাটিতেই সার্কের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম ও তৎপরতার পর ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে এ অঞ্চলের দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়।

Teachingbd24.com

এ সম্মেলনে ৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধান যোগ দেন। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষর এবং ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা জন্মলাভ করে। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, এজন্য কার্যকর উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তিতে সার্কের প্রতিষ্ঠা এ সব কিছুর সাথেই বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। তাই বলা যায়, সার্ক গঠনে বাংলাদেশের ভূমিকাই প্রধান।

প্রশ্ন ▶ ১২

'ক' সংস্থা	'খ' সংস্থা
১. প্রাথমিক সদস্য : ৫০	প্রাথমিক সদস্য : ২৪
২. উদ্দেশ্য: বিশ্বশান্তি রক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন	উদ্দেশ্য: মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণ ও নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
৩. সদর দপ্তর : নিউইয়র্ক	সদর দপ্তর : জেদ্দা

[চ. বো. ২০১৬ । প্রশ্ন নং ৮; স্কলারসহোম, সিলেট । প্রশ্ন নং ১; মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল । প্রশ্ন নং ১০]

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ২

গ. 'ক' সংস্থার সাথে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 'খ' সংস্থার কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— South Asian Association for Regional Cooperation.

খ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল- বন্ধুত্বের নীতি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলকথা হল, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' (Friendship to all and malice to none)। বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই এ নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলেছে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'পৃথিবীর সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাই আমাদের বৈদেশিক নীতির মূলকথা। আমরা বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চাই।'

গ 'ক' সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের মিল রয়েছে।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত ৫০টি দেশের জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। জাতিসংঘের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ৫০। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৯৩। জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি রক্ষা, বিশ্বের অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন, জাতিসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বে সৌভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত।

'ক' সংস্থার প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ৫০। সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। এ ছাড়া সংস্থাটির সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত, যা আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের অনুরূপ। তাই বলা যায় 'ক' সংস্থার সাথে জাতিসংঘের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' সংস্থাটির সাথে OIC (Organisation of Islamic Cooperation) এর সাদৃশ্য আছে।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি-এর সদস্যপদ লাভ করে। ওআইসি-এর সদস্যপদ বাংলাদেশকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বীকৃতি অর্জন এবং জাতিসংঘের সদস্যপদসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভে সাহায্য করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর অবদান ছিল অপরিসীম। শুরু থেকেই বাংলাদেশ ওআইসি-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। ওআইসি-এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট আল-কুদস কমিটির অন্যতম সদস্য। এ ছাড়াও সব স্থায়ী কমিটির সদস্য। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত OIC-এর ৫ দিনব্যাপী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে। ওআইসি-এর প্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Islamic University of Technology (IUT) বাংলাদেশের গাজীপুরে অবস্থিত।

বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এর সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা লাভেও সমর্থ হয়েছে। IDB বাংলাদেশকে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতা লাভ করছে। সম্প্রতি কিছু আইনি জটিলতা তৈরি হলেও ওআইসিভুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদশালী কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য লাভ করার পর থেকে এর নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সাংগঠনিকভাবে সংগঠনটির সাথে এদেশের যেমন সক্রিয় অবস্থান রয়েছে তেমনি এর সদস্য দেশগুলোর সাথেও বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৩

M সংস্থা	N সংস্থা
* সদস্য সংখ্যা-০৮	* ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত
* ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত	* সদর দপ্তর নিউইয়র্ক
* সদর দপ্তর - কাঠমান্ডু	* সদস্য বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ

[সি. বো. ২০১৬ । প্রশ্ন নং ৮]

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'M' কলামে প্রদত্ত সংস্থার উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'N' কলামে প্রদত্ত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Organisation of Islamic Cooperation.

খ সৃজনশীল ৪নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের M কলামে প্রদত্ত সংস্থাটি পাঠ্য বইয়ের SAARC (সার্ক) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)-এর উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন করা।

২. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে যৌথ স্বনির্ভরতাকে উন্নত ও জোরদার করা।

teachingbd24.com

৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার বিরাজমান সমস্যা, দ্বন্দ্ব, বিরোধ নিরসন করে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করা।
৪. সার্কভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য যৌথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
৫. পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।
৬. বিশ্বের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।
৭. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৮. সার্কভুক্ত দেশগুলো একে অপরের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনভাবে চলার নীতি মেনে চলবে এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত N কলামের সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম দেশ হিসেবে সদস্যদপদ লাভ করে। শুরু থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে কাজ করে যাচ্ছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষ্টি, যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সাহায্য ও সহযোগিতা করছে। তাই বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।
এ ছাড়া জাতিসংঘের অনেক অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা বীরত্বের সাথে কাজ করে চলেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন অনুসারে, শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান শীর্ষে। এ পর্যন্ত ৩১টি মিশনে বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি শেষ হয়েছে এবং ১২টি চলছে। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে সিয়েরালিওন বাংলা ভাষাকে সে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মুধর, গভীর এবং সুনিবিড়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যার সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে। বর্তমানে ১৯৩টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এ সংগঠনের সদস্য। বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, টেকসই উন্নয়ন, গণতন্ত্রের উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা ছাড়াও স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সংস্থাটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মূলত আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যর্থতাও রয়েছে। *[বি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. EU-র পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত সংগঠনকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক EU-এর পূর্ণরূপ হলো European Union।

খ সার্কের দুটি উদ্দেশ্য নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. **আঞ্চলিক সহযোগিতা:** সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন করে সহযোগিতার বন্ধনকে দৃঢ় ও প্রসারিত করা সার্কের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা সার্কের অন্যতম লক্ষ্য।

২. **সার্বভৌমত্ব ও সংহতিবিধান:** সার্কভুক্ত ৮টি দেশ পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলবে এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল থাকবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠন হলো জাতিসংঘ। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থা হলো নিরাপত্তা পরিষদ। ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। এ পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। অন্য ১০টি অস্থায়ী সদস্য দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের 'ভেটো' ক্ষমতা রয়েছে। তাদের যে কেউ ভেটো প্রদান করে যেকোনো প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক কাজ হলো বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ পরিষদ শান্তি নষ্টকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। এ পরিষদে প্রতি মাসের জন্য একজন করে সভাপতি নির্বাচিত হন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠন হলো জাতিসংঘ। একে অধিকতর কার্যকর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
১. নিরাপত্তা পরিষদকে সম্প্রসারণ করা। একে অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল করে তোলা।
২. নিরাপত্তা পরিষদকে আরো জবাবদিহিমূলক করে অধিকতর গণতান্ত্রিক করা।
৩. সংগঠনটির মহাসচিবকে আরো বেশি ক্ষমতা প্রদান করা।
৪. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ ও ভেটো প্রদানের ক্ষমতা রহিত করা।
৫. সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা।
৬. যৌথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা বৃদ্ধি করা।
৭. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘের নিজস্ব স্থায়ী শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করা একান্ত দরকার।
৮. জাতিসংঘের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে চলতি অর্থ বছরে অর্থ দিতে বাধ্য করা।
৯. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কর্মধারা প্রসারিত করা।
১০. জাতিসংঘ সচিবালয়ে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কী পরিমাণ সদস্য নিয়োগ করা দরকার তার সুস্পষ্ট বিধান থাকা।

প্রশ্ন ▶ ১৫

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]

https://teachingbd24.com

ক. SAARC এর পূর্ণ রূপ কী? ১
খ. IUT সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত স্থানের আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC-এর পূর্ণ রূপ হলো South Asian Association for Regional Co-operation.

খ IUT এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— Islamic University of Technology.
১৯৮৩ সালে OIC'র অর্থায়নে বাংলাদেশের গাজীপুরে শিক্ষা ও গবেষণামূলক এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং কেমিক্যাল প্রকৌশলের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি ও প্রশিক্ষক সৃষ্টি। এখানে ওআইসি'র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্য গৃহীত কার্যক্রম দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সুনাম অর্জন করেছে।

গ উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানের আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে জাতিসংঘকে বোঝানো হয়েছে। নিম্নে জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হলো—
লীগ অব নেশনস-এর ব্যর্থতা এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শান্তিকামী দেশগুলোকে চরমভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। এরই প্রেক্ষাপটে চৌদ্দটি মিত্রশক্তি শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে লন্ডনে এক সম্মেলনের আহ্বান জানায়। এর কিছু দিনের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষর করেন। উক্ত সনদে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৪৩ সালে তেহরানে ও মস্কোতে চারটি প্রধান শক্তির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়াশিংটনের ডামবারটন ওক্স শহরে ১৯৪৪ সালে চারটি মিত্রশক্তির বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সানফ্রান্সিসকোতে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ দীর্ঘ দুই মাস আলোচনার পর খসড়া দলিল অনুমোদন করেন। এ দলিলটি ইউএনও চার্টার নামে খ্যাত। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ জন্মলাভ করে। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত। বর্তমানে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য।

ঘ উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা অপরিসীম।
জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখতে বিশেষ আগ্রহী। স্বাধীনতার পর নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে জাতিসংঘ যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছে। নিচে জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হলো:
জাতিসংঘ সনদের প্রতি আস্থা: বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় জাতিসংঘের প্রতি সমর্থনের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়েছে।
শক্তি প্রয়োগ নীতির বিরোধী: বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে জাতিসংঘের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে চায়।
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি: জাতিসংঘ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। বাংলাদেশও বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিকে স্বাগত জানায়।
পারমাণবিক শক্তিবিরোধী: পারমাণবিক শক্তি বিবর্জিত বিশ্ব গড়তে জাতিসংঘের সংকল্পের সঙ্গে বাংলাদেশ সবসময় অঙ্গীকারাবদ্ধ।
সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব: ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতির আসন অলংকৃত করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করেন।
কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে পানিসেচ, বন সৃষ্টি, খাবার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ভূমিক্ষয় রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রশ্নে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে বৈষয়িক ও কারিগরি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়।
স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও WHO-এর সদস্য পদ লাভ: বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এদেশের স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি ইত্যাদি উন্নয়নে প্রচুর সাহায্য ও অনুদান প্রদান করেছে এবং এখনও করছে।
তাই বলা যায়, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আর এ ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা আট। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কবে প্রণীত হয়? ১
খ. জোট নিরপেক্ষ নীতি বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থাটির কথা বলা হয়েছে তার মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়।

খ জোট নিরপেক্ষ নীতি বলতে বোঝায় বিশ্বের সামরিক জোট বা বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের জোটের মতাদর্শের বাইরে থেকে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ধারায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পদ্ধতি গড়ে তোলার অধিকারে বিশ্বাসী, আর এ বিষয়টিই হলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলকথা।

গ উদ্দীপকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের কথা বলা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। একইভাবে সার্ক (SAARC) দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী আটটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এই আঞ্চলিক সংস্থার পূর্ণরূপ South Asian Association for Regional Co-operation অর্থাৎ, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। সার্ক গঠনে বাংলাদেশই প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সার্ক (SAARC) গঠিত হয়। সার্কের মূলনীতিগুলো হলো— এ সংস্থার যেকোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত

Teachingbd24.com

হবে; দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় তোলা হবে না; আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সার্ক ভূমিকা গ্রহণ করবে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখকৃত সংস্থাটি যে সার্ক, তা তার মূলনীতির মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থা অর্থাৎ সার্কের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সার্কের স্বপ্ন দ্রষ্টা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সার্ক গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু সার্ক গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সার্কের যেকোনো সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

সার্ক গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। সার্কের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি, আবহাওয়া, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নয়নে সার্কের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যব্যবস্থা (SAPTA) চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে সার্কের সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্য বহুগুণ বাড়ে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৯ সালে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে এ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্কের সদা সাফল্য বাংলাদেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, সার্ক ও বাংলাদেশ অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সত্তরের দশকে একটি দেশ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা কী? ১

খ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সংগঠন এর সাদৃশ্য আছে, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটিতে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।

খ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষতা বলতে কোনো সামরিক জোটের সদস্য না হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি মেনে চলাকে বোঝায়।

ডান নয়, বামও নয়, মিত্র বা অক্ষ, কোনো শক্তির সঙ্গে জোট বাঁধা নয়। প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া হলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতি। এই মূলনীতির ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিউবার রাজধানী হাভানায় ন্যাম এর সদর দপ্তর অবস্থিত এবং বর্তমানে বিশ্বের ১২০টি দেশ এর সদস্য।

গ সৃজনশীল ৬নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মিঃ রাজু জাতিসংঘের একটি সংস্থা পরিচালিত শান্তি মিশনে কঙ্গোতে কাজ করেন। এই সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা ১৫। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এ সংস্থার প্রধান কাজ। অন্যদিকে মিসেস রাজিয়া কাজ করেন জাতিসংঘের অন্য একটি শাখায়। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রই এই শাখার সদস্য। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সার্ক গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. কমনওয়েলথ বলতে কী বোঝ? ২

গ. মিঃ রাজু জাতিসংঘের কোন শাখায় কাজ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দুটি শাখার মধ্যে কোনটি অধিক শক্তিশালী বলে তুমি মনে করে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্ক গঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর।

খ কমনওয়েলথ হলো কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন সংস্থা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও অগ্রগতি এবং পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে। ব্রিটেন ও ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল এমন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহই কমনওয়েলথের সদস্য। বর্তমানে কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫৩।

গ উদ্দীপকের মি. রাজু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাজ করেন।

জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী সদস্য এবং বাকী ১০টি অস্থায়ী সদস্য। প্রতি দুই বছর অন্তর সাধারণ পরিষদ সদস্যদের ভোটে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। স্থায়ী সদস্যরা প্রত্যেকে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক কাজ হলো বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি বিপন্নকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিমাসের জন্য একজন করে সভাপতি নির্বাচিত হন। নিরাপত্তা পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ৫টি স্থায়ী সদস্যসহ মোট ৯টি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি: রাজু জাতিসংঘের একটি সংস্থা পরিচালিত শান্তি মিশনে কঙ্গোতে কাজ করেন। এই সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা ১৫। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এ সংস্থার প্রধান কাজ। যা জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন নিরাপত্তা পরিষদকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের দুটি শাখার মধ্যে অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ অধিক শক্তিশালী বলে আমি মনে করি।

জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন হলো নিরাপত্তা পরিষদ। ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ

Teachingbd24.com

গঠিত। অন্যদিকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। যেকোনো শান্তিকামী রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা আছে। তাদের মধ্য হতে যে কোনো একটি রাষ্ট্র ভেটো প্রদান করে জাতিসংঘের যেকোনো প্রস্তাব বাতিল করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে নতুন সদস্য গ্রহণ, সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ, জাতিসংঘের বাজেট পাস, সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন, অন্যান্য সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাধারণ পরিষদ করে থাকে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি বিপন্নকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের দুটি শাখার মধ্যে অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ অধিক ক্ষমতাশীল।

প্রশ্ন ▶ ১৯

[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. সার্ক এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কমনওয়েলথ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে যে অঙ্গ সংগঠনটি হবে, তার গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় উক্ত সংগঠণের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্ক (SAARC)-এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Association for Regional Co-operation.

খ কমনওয়েলথ হলো কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন সংস্থা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও অগ্রগতি এবং পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে। ব্রিটেন ও ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল এমন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহই কমনওয়েলথের সদস্য। বর্তমানে কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫২।

গ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে নিরাপত্তা পরিষদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের কাজ-কর্ম পরিচালিত হয় ছয়টি প্রধান অঙ্গ সংস্থা দ্বারা। এগুলো হলো: (১) সাধারণ পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৪) আছি পরিষদ, (৫) আন্তর্জাতিক আদালত এবং (৬) সচিবালয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন হলো নিরাপত্তা পরিষদ।

নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় ১৫ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী সদস্য। বাকি ১০টি অস্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্য প্রতি দুই বছর অন্তর সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। স্থায়ী সদস্যরা ভেটো ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্তকে তারা একাই বাতিল বা স্থগিত করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের কাজ হলো বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণ করা। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মোট কথা, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রধান দায়িত্ব পালন করে।

ঘ উদ্দীপকের নির্দেশকৃত জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংগঠন নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় প্রধান দায়িত্ব পালন করে।

জাতিসংঘের কাজ-কর্ম পরিচালিত হয় ছয়টি প্রধান অঙ্গ সংস্থা দ্বারা। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ৫ জন স্থায়ী এবং ১০ জন অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। এ পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ও ফ্রান্স ও চীন। ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের ভোটে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। তাদের কেউ ভেটো প্রদান করে যেকোনো প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক কাজ হলো বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি বিপন্নকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা, জাতিগত দ্বন্দ্ব দূর, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফল বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার নিষ্পত্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ শফিউল হক সম্প্রতি একটি দেশের সফরে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান সেখানকার কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে তোমার পঠিত কোন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই উক্ত সংস্থার লক্ষ্য— বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কমনওয়েলথ হলো কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন সংস্থা।

খ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি হলো সরকার কর্তৃক প্রণীত অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ও আচরণের নীতিমালা।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' এ নীতি অনুসরণ করে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধে প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হওয়ায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুদৃঢ় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

গ সৃজনশীল ৪নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২১ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট।

[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কমনওয়েলথ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হলো Organisation of Islamic Co-operation।

খ কমনওয়েলথ হলো সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বর্তমানে স্বাধীন এমন রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।

একসময় প্রায় সারা বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলগুলো একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ গঠন করা হয়।

গ সৃজনশীল ৭নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ নিচের তথ্যসমূহ দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী? ১

খ. সার্ক কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উল্লেখিত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়।

খ ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক সনদ অনুমোদন ও স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সার্কের জন্ম হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি উন্নয়নশীল দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের মে মাসে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৮ ডিসেম্বর সার্ক সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) জন্ম লাভ করে।

গ উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্ন '?' দ্বারা আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে জাতিসংঘকে বোঝানো হয়েছে। নিম্নে জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হলো–

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশনস-এর ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শান্তিকামী দেশগুলোকে চরমভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। এরই প্রেক্ষাপটে চৌদ্দটি মিত্রশক্তি শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে লন্ডনে এক সম্মেলনের আহ্বান জানায়। এর কিছু দিনের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষর করেন। উক্ত সনদে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। এর পর ১৯৪৩ সালে তেহরানে ও মস্কোতে চারটি প্রধান শক্তির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়াশিংটনের ডামবারটন ওক্স শহরে ১৯৪৪ সালে চারটি মিত্রশক্তির বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সানফ্রান্সিসকোতে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ দীর্ঘ দুই মাস আলোচনার পর খসড়া দলিল অনুমোদন করেন। এ দলিলটি ইউএনও চার্টার নামে খ্যাত। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ জন্মলাভ করে। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত। বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য।

ঘ উদ্দীপকে প্রশ্ন '?' চিহ্নিত সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখতে বিশেষ আগ্রহী। স্বাধীনতার পর নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে জাতিসংঘ যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছে। নিম্নে জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করা হলো:

জাতিসংঘ সনদের প্রতি আস্থা: বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় জাতিসংঘের প্রতি সমর্থনের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়েছে।

শক্তি প্রয়োগ নীতির বিরোধী: বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে জাতিসংঘের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে চায়।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি: জাতিসংঘ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। বাংলাদেশও বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিকে স্বাগত জানায়।

পারমাণবিক শক্তিবিরোধী: পারমাণবিক শক্তি বিবর্জিত বিশ্ব গড়তে জাতিসংঘের সংকল্পের সঙ্গে বাংলাদেশ সবসময় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব: ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সভাপতির আসন অলংকৃত করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করেন।

কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে পানিসেচ, বন সৃষ্টি, খাবার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ভূমিক্ষয় রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রশ্নে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে বৈষয়িক ও কারিগরি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়।

স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও WHO-এর সদস্য পদ লাভ: ২০০৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সভাপতির পদ লাভ করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এদেশের স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি ইত্যাদি উন্নয়নে প্রচুর সাহায্য ও অনুদান প্রদান করেছে এবং এখনও করছে।

তাই বলা যায়, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আর এ ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৩

'ক' সংস্থা	'খ' সংস্থা
১. প্রাথমিক সদস্য: ৫০	১. প্রাথমিক সদস্য-২৪
২. উদ্দেশ্য: বিশ্বশান্তি রক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন।	২. উদ্দেশ্য: মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণ, নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৩. সদরদপ্তর: নিউইয়র্ক।	৩. সদরদপ্তর: জেদ্দা।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ১০]

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. ইউরোপীয় ইউনিয়নের গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ২

গ. 'ক' সংস্থার সাথে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মিল রয়েছে? তার গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 'খ' সংস্থার কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো কমনওয়েলথ।

খ ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা পুনর্গঠনের জন্য।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ দেশের একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন। এ সংস্থার মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা সুফল পায়। বর্তমানে ইউরোপ সত্যিকার অর্থেই বিশ্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

গ সৃজনশীল ১২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষণীয়। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। আন্তঃরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বহুবিধ সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্য এই সংস্থাটি নির্ধারণ করে। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সংস্থাটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। *[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির নাম কী? এ সংস্থাটির লক্ষ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থা গঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর সংগঠন হলো কমনওয়েলথ; সংগঠনটি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র ৫৩টি।

খ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নাগরিকগণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য জনমত তৈরি করে থাকেন, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোটদানের জন্য প্রচারণা চালান এবং যোগ্য মনে করলে নিজে প্রার্থী হন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নাগরিকগণ প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। নাগরিকের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো নির্বাচনই অর্থবহ হতে পারে না। তাই নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো সার্ক।

উদ্দীপকের সংস্থাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় এবং এটি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এ তথ্যগুলো সার্ক (SAARC- South Asian Associaton for Regional Cooperation)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, সার্ক হলো দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা এবং এটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সার্ক সনদ (১৯৮৫ সালে ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত) অনুযায়ী সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা; সদস্য দেশগুলোর মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সব ধরনের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা।

৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা দান।

৪. আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করা।

৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৬. বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৭. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা।

৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

ঘ উক্ত সংস্থা অর্থাৎ সার্ক গঠনে বাংলাদেশের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে।

সার্ক প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অভিন্ন। কারণ, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ। এজন্য একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। এ প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে এদেশের মাটিতেই সার্কের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম ও তৎপরতার পর ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে এ অঞ্চলের দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এ সম্মেলনে ৭টি দেশের সরকারপ্রধান যোগ দেন। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষর এবং ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, এজন্য কার্যকর উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তিতে সার্কের প্রতিষ্ঠা এ সব কিছুর সাথেই বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। তাই বলা যায়, সার্ক গঠনে বাংলাদেশের ভূমিকাই প্রধান।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৫ সুদান ও দারফুরের মধ্যে দীর্ঘদিন বিবাদ ও সংঘর্ষ চলে আসছিল। তাদের বিবাদ মীসাংসায় একটি বিশ্বসংস্থা এগিয়ে আসে এবং গণভোটের আয়োজন করে। বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বসংস্থা বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং-১০]

ক. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি? ১

খ. বাংলাদেশ কীভাবে ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে? বর্ণনা দাও। ২

গ. সুদান ও দারফুরের মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় বিশ্বসংস্থাটির কোন শাখা কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়।

খ বিশ্বের ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত OIC-র অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ পাঁচ বছর পর্যন্ত ওআইসির সাথে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল বলে প্রথম পাঁচ বছর বাংলাদেশে কোনো মুসলিম দেশের দূতাবাসও স্থাপিত হয়নি। ১৯৭৪ সালে ওআইসির দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়। তখনো পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ওআইসির নেতারা বাংলাদেশকে শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের আহ্বান করলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের শর্তারোপ করে। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং ওআইসি বাংলাদেশকে সদস্য করে নেয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদান ও দারফুরের মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় বিশ্বসংস্থাটির নিরাপত্তা পরিষদ কাজ করে থাকে।

বিশ্ব শান্তি ও সংহতি রক্ষায় ১৯৪৫ সালে গঠিত হওয়া জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো নিরাপত্তা পরিষদ। ৫টি স্থায়ী সদস্যসহ মোট ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব হলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগও করতে পারে। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এ পরিষদের ওপর ন্যস্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুদান ও দারফুরের মধ্যে চলে আসা দীর্ঘদিনের বিবাদ মীমাংসায় একটি বিশ্বসংস্থা এগিয়ে আসে এবং গণভোটের আয়োজন করে। বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে গঠিত এ বিশ্বসংস্থা বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে থাকে। পাঠ্যবইয়ের আলোকে বলা যায়, উক্ত সংস্থার গঠন ও কার্যাবলি জাতিসংঘের সাথে মিলে যায়। এ আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিবাদ মীমাংসায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এগিয়ে এসেছে।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ'-এর প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব 'ক' একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সম্প্রতি তিনি এক সেমিনারে বলেন যে, বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতার যুগ। এ যুগে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে চলা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের স্বার্থ, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র কতকগুলো নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়"-এ নীতির ভিত্তিতে জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশও বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলেছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত নীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়"—উক্তিটির বাস্তবতা উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC-এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Association for Regional Co-operation।

খ বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯৮৮ সাল থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৮টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ১৩টি শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ, সেনাবাহিনী অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর আলোচনায় যেসব বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা— পাঠ্যবইয়ে উল্লেখ আছে একটি রাষ্ট্রের শান্তি, সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ, জাতীয় স্বার্থরক্ষা এবং সামরিক নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অপর রাষ্ট্রের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশেরও নিজস্ব বৈদেশিক নীতি রয়েছে।

একটি দেশের বৈদেশিক নীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ। বাংলাদেশের সংবিধানে ২৫নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে 'জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা এ সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি।' বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। বাংলাদেশ নিজেকে কোনো জোটের সাথে জড়াতে চায় না। এই দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্ন। এসব কিছু বিবেচনায় রেখেই অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা লাভের জন্য বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সর্বদা সচেষ্ট।

ঘ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'— উক্তিটি উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হলো—

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ নীতি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রের সমঅধিকার, নিরাপত্তা, শান্তি ও নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী।

সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয় এ নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে জাতিসংঘ সনদসহ মানবাধিকারের সকল দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার কথাও বলা হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। এই সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল বহির্বিশ্বের স্বীকৃতি এবং দেশ পুনর্গঠনের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য আদায়। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন Friendship to all malice to none অর্থাৎ সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে বৈরিতা নয়।

Teachingbd24.com

এই উক্তির মধ্যেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল তাৎপর্য নিহিত। একদিকে দেশ পুনর্গঠন অন্যদিকে বহিঃবিশ্বের স্বীকৃতি আদায় এই দুইটি প্রধান দিককে লক্ষ রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই পরাশক্তির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। আয়তনে ক্ষুদ্র, সমস্যাপীড়িত এবং উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এ নীতির অনুসরণ অত্যন্ত যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত।

প্রশ্ন ▶ ২৭ ৭টি প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় বসে নিজেদের মধ্যকার বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার পাশাপাশি একে অপরের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ না করা এবং অপরের সম্পদের প্রতি লোভ ও তা অবৈধভাবে দখল করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকার সংকল্প ঘোষণা করেন। *[নায়েক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. কোন দিবসটি সারা বিশ্বে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১

খ. কমনওয়েলথ কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে একটি আঞ্চলিক সংস্থার মিল বা সাদৃশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ব্যাখ্যা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২৪ অক্টোবর সারা বিশ্বে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

খ কমনওয়েলথ অব নেশনস বা কমনওয়েলথ হলো অতীতে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এমন স্বাধীন জাতিসমূহ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। বর্তমানে এ সংস্থার সদস্যসংখ্যা ৫৩। ব্রিটিশ রাজা বা রাণী এ সংস্থার প্রতীকী প্রধান। এ সংস্থার সচিবালয় লন্ডনে অবস্থিত। গ্রেট ব্রিটেনই এর নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমনওয়েলথ অব নেশনস গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে আমার পঠিত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর সাদৃশ্য আছে।

সার্ক ১৯৮৫ সালে গঠিত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট। শুরুতে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে এ আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আফগানিস্তান এর সদস্যভুক্ত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাবলির সাথে সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতার কিছু প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রস্তাব দেন। এর প্রতি এশিয়ার সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। এটা স্বীকৃত যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সকল দেশের পক্ষেই কাম্য এবং সুবিধাজনক। এরই ফলশ্রুতিতে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৮৫ সালে সার্কের যাত্রা শুরু হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সংস্থার সাথে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর সাদৃশ্য আছে।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. প্রতিবন্ধি কারা? ১

খ. ওআইসি (OIC) কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটির মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবন্ধি হলো তারাই যারা দৈহিক, মানসিক ও বোধ শক্তিজনিত অসুবিধার কারণে সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত।

খ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্যে ওআইসি (OIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

মুসলিম দেশসমূহের সর্ববৃহৎ সংগঠনের নাম হল ওআইসি, যার পূর্ণরূপ হলো— Organisation of Islamic Co-operation (OIC)। এটি বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বের মুসলমানদের স্বার্থে ভূমিকা রাখা ওআইসি (OIC) গঠনের অন্যতম কারণ।

গ উদ্দীপকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের কথা বলা হয়েছে।

সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সার্ক (SAARC) গঠনের মূল উদ্দেশ্য। উদ্দীপকের আঞ্চলিক সংস্থারও অনুরূপ উদ্দেশ্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। একইভাবে সার্ক (SAARC) দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী আটটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এই আঞ্চলিক সংস্থার পূর্ণরূপ হলো SAARC- South Asian Association for Regional Co-operation অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা। সার্ক গঠনে বাংলাদেশই প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সার্ক (SAARC) গঠিত হয়। সার্কের মূলনীতিগুলো হলো— এ সংস্থার যেকোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে; দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় তোলা হবে না; আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সার্ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থা অর্থাৎ সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ট।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সার্কের স্বপ্ন দ্রষ্টা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু সার্ক গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সার্কের যেকোনো সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

Teachingbd24.com

সার্ক গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। সার্কের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি, আবহাওয়া, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নয়নে জন্য সার্কের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও অবাধ করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্যব্যবস্থা (SAPTA) চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে সার্কের সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্য বহুগুণ বাড়ে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৯ সালে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে এ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্কের সদা সাফল্য বাংলাদেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সার্ক ও বাংলাদেশ অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রশ্ন ▶ ২৯

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. EU কী? ১

খ. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানটির নাম কী? এর রচিত সনদগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী? ৩

ঘ. 'তুমি কি মনে কর বর্ণিত স্থানটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই গভীর'— ব্যাখ্যা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক EU এর পূর্ণরূপ হলো— European Union।

খ বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯৮৮ সাল থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ৩৫টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ১৩টি শান্তি মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ, সেনাবাহিনী অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করছে।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের নাম সার্ক। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন করা।

২. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে যৌথ স্বনির্ভরতাকে উন্নত ও জোরদার করা।

৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার বিরাজমান সমস্যা, দ্বন্দ্ব, বিরোধ নিরসন করে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করা।

৪. সার্কভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য যৌথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৫. পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।

৬. বিশ্বের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

৭. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৮. সার্কভুক্ত দেশগুলো একে অপরের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনভাবে চলার নীতি মেনে চলবে এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বিশ্বে ইউরোপীয় পণ্যের বাজার প্রতিষ্ঠার জন্যই ঐ অঞ্চলের কিছু দেশ একটি জোট গঠন করে। পরবর্তীকালে এরা বাণিজ্য সম্প্রসারণের পাশাপাশি শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জোট গঠন করে। বর্তমানে ব্রিটেন ঐ জোট হতে বেরিয়ে যাবার প্রস্তাব রেখেছে। যদিও এই আন্তর্জাতিক সংস্থা ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে। *[জাফরাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সার্কের সদর দফতর কোথায়? ১

খ. নিরাপত্তা পরিষদের কাজ কী? ২

গ. উদ্দীপকের যে আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সঙ্গে উক্ত সংস্থার সম্পর্ক বর্ণনা কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের সদর দফতর নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত।

খ নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংস্থা। নিরাপত্তা পরিষদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। বিশ্ব শান্তি রক্ষা করাই হলো নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান দায়িত্ব।

গ সৃজনশীল ৩নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ 'S' নামক রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই তার বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করে। কোনো সামরিক জোটে যোগদান না করা, কোনো রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত ও প্রগতিশীল করার মহান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রটির বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া রাষ্ট্রটি আঞ্চলিক সহযোগিতার নীতিকে জোরদার করার মাধ্যমে জনজীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশি ৭টি দেশকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তুলেছে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি? ১

খ. ওআইসি কেন গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'S' রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থাটির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, সব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

Teachingbd24.com

খ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্যে ওআইসি (OIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

মুসলিম দেশসমূহের সর্ববৃহৎ সংগঠনের নাম হল ওআইসি, যার পূর্ণরূপ হলো— Organisation of Islamic Co-operation (OIC)। এটি বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বের মুসলমানদের স্বার্থে ভূমিকা রাখা ওআইসি (OIC) গঠনের অন্যতম কারণ।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থা হচ্ছে সার্ক। সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ট।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সার্কের স্বপ্ন দ্রষ্টা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু সার্ক গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সার্কের যেকোনো সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

সার্ক গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। সার্কের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি, আবহাওয়া, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নয়নে জন্য সার্কের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্যব্যবস্থা (SAPTA) চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে সার্কের সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্য বহুগুণ বাড়ে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৯ সালে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে এ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্কের সদা সাফল্য বাংলাদেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সার্ক ও বাংলাদেশ অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রশ্ন ▶ ৩২ সহকারী অধ্যাপক জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমান এক সেমিনারে বলেন, বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতার যুগ। এ যুগে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে চলা সম্ভব নয়। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'— এ নীতির ভিত্তিতে জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশও বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলেছে। *[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'— উক্তিটির বাস্তবতা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হলো— Organisation of Islamic Cooperation।

খ 'সার্ক সনদ' এবং 'ঢাকা ঘোষণা' অনুযায়ী সার্কের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ঠিক করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম দুটি উদ্দেশ্যে হলো—

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান।

গ উদ্দীপকের নীতিটি অর্থাৎ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়' হলো বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি। এই নীতি ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে।

সমস্যা সমাধানে আলাপ-আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। আলাপ-আলোচনা যেকোনো বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান দিতে পারে। তাই শত্রুতা নয় বরং মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলে কার্যকর ফলাফল আশা করা যায়।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূলকথা হলো— পৃথিবীর সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। অন্যদিকে নিজেদের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায়ও বাংলাদেশ পুরোপুরি সচেতন। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশ স্বার্থগত কারণে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িত। এসব দেশ যদি শক্তি প্রয়োগ নীতি পরিহার করে বাংলাদেশের মতো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করে তবে দেশের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই একটি উপযুক্ত ও কার্যকর সমাধান পেতে পারে।

ঘ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'— এ নীতির ভিত্তিতে জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলকথা হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়। আয়তনে ক্ষুদ্র, সমস্যা পীড়িত এবং উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এই নীতি অনুসরণ অত্যন্ত যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত।

বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য—উপনিবেশবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা করা বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত মানুষের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সর্বদা সমর্থন করে।

বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌমত্ব ও সমমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাসী। কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করুক এটা যেমন প্রত্যাশা করে না, তেমনি অন্য কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে কেউ আঘাত আনুক এটাও কামনা করে না। বাংলাদেশ তার বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস করে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের রূপকার বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সকল মুসলিম দেশের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত আগ্রহী।

আলোচনা শেষে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে শত্রুতা নয়' নীতিতে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

Teachingbd24.com

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটির মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হলো— Organisation of Islamic Co-operation।

খ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি হলো সরকার কর্তৃক প্রণীত অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ও আচরণের নীতিমালা। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' এ নীতি অনুসরণ করে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধে প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হওয়ায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুদৃঢ় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

গ সৃজনশীল ৭নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়ে ১৯৫০ সালে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশও উক্ত সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা-ই সংস্থাটির মূল লক্ষ্য।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বিশ্ব শান্তি রক্ষার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনটির মূলনীতি রক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা কতটুকু সক্রিয় বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ লিখ। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হলো Organisation of Islamic Co-operation.

খ বিশ্ব শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো জাতিসংঘ।

১৯২০ সালে গঠিত লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা এবং ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতায় বিশ্ববাসি সংকিত হয়ে পড়ে। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করে। কোনো রাষ্ট্রের সাথে অন্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে এ সংস্থাটি আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কমনওয়েলথ আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং টেকসই পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এক সময় প্রায় সারা বিশ্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। যেসব দেশ বা রাষ্ট্র ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনভুক্ত ছিল তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য গঠিত হয় ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশন (British Commonwealth of Nations)। সংগঠনটি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথের প্রধান। এর সদরদপ্তর লন্ডনে অবস্থিত। প্রতি দুই বছর পরপর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সরকার প্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কমনওয়েলথের প্রধান লক্ষ্য হলো ব্রিটেন ও এর স্বাধীন উপনিবেশগুলোর মধ্যে নূন্যতম সম্পর্ক রক্ষা করা। এই সম্পর্ক ধরে রাখার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানে সহায়তার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশকৃত সংগঠনটির মূলনীতি রক্ষায় বাংলাদেশ সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটেন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারকার্য পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র। কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশ খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, আশ্রয় দান করেছিল।

বাংলাদেশের প্রতি উদার মনোভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য পথ লাভ করে। একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এর প্রতিটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এর নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে। কলম্বো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশ সহযোগিতা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ কমনওয়েলথের মূলনীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫

[শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. জাতিসংঘের মহাসচিবের নাম কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক আদালতের কাজ লিখ। ২
গ. চিত্রে উল্লিখিত সংস্থাটি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়নে সংস্থাটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

খ যে আদালত আইনি প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে তাকে আন্তর্জাতিক আদালত বলা হয়।

জাতিসংঘের যেকোনো সদস্য রাষ্ট্র যেকোনো আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। ১৫ জন বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত।

Teachingbd24.com

গ চিত্রে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো সার্ক।

চিত্রে যে দেশগুলো প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলো সার্কের সদস্য রাষ্ট্র। সার্ক হলো দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা এবং এটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদস্য রাষ্ট্র ৮টি। সেগুলো হলো— বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান।

সার্ক সনদ (১৯৮৫ সালে ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত) অনুযায়ী সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা; সদস্য দেশগুলোর মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সব ধরনের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা।
৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা দান।
৪. আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করা।
৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৬. বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৭. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা।
৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

ঘ আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়নে সংস্থাটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ সংস্থার জন্ম হয়। সার্ক সনদে আটটি প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জনজীবনের মানোন্নয়ন, আস্থা ও সমঝোতা বৃদ্ধি, যৌথ কার্যক্রমের সূচনা, অপরের সঙ্গে সহযোগিতা, অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা এবং সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বিধান।

এছাড়া সার্ক সদস্যভুক্ত দেশসমূহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লেনদেন এবং আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহের সাথে কাজ করে থাকে। শুধু তাই নয় সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক বিরোধের নিষ্পত্তি, প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সংকট নিরসনে সকল সদস্য রাষ্ট্র একযোগে কাজ করছে যা সামগ্রিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সংস্থাটি অর্থাৎ সার্ক আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ শ্রেণিকক্ষে তাহিয়া বলেছিলেন, একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে OIC গঠন ত্বরান্বিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশ OIC'র সদস্যপদ লাভের চেষ্টা করে অবশেষে এর সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্যের সাথে OIC'র লক্ষ্যের মিল থাকার কারণেই বাংলাদেশ এ সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং সংস্থার বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে বাংলাদেশও নানাভাবে লাভবান হচ্ছে। *[সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশ OIC'র সদস্যপদ লাভ করে কবে? ১
খ. কোন বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে OIC'র গঠন ত্বরান্বিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিক্ষকের মতে যে কারণে বাংলাদেশ OIC'র সদস্যপদ গ্রহণ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিক্ষকের সর্বশেষ মন্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে।

খ ইসরাইল কর্তৃক মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রেক্ষাপটে ওআইসি(OIC) গঠন করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় ইহুদিরা অগ্নিসংযোগ করলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা জানায় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। বিষয়টি সম্পর্কে সকল মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে সে বছর ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭০ সালের ২২ থেকে ২৭ মার্চ প্রথমবারের মতো মুসলিম মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ওআইসি-এর একটি খসড়া সনদ অনুমোদিত হয়। শুরু হয় ওআইসি-এর অগ্রযাত্রা।

গ উদ্দীপকের শিক্ষকের মতে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্যের সাথে OIC-এর লক্ষ্যের মিল থাকায় এ সংস্থাটির সদস্যপদ বাংলাদেশ গ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'। এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব পোষণ করে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' এ নীতি অনুসরণ করে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সব সময়ই বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধে প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হওয়ায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুদৃঢ় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

ওআইসি গঠনের উদ্দেশ্য হলো সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামি সংহতি বৃদ্ধি করা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা সংহত করা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা। সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্যের অবসান এবং সবরকমের ঔপনিবেশবাদের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা। মুসলমানদের মান-মর্যাদা, স্বাধীন ও জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তি যোগানো। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ শিক্ষকের শেষ মন্তব্যটির মূলকথা হলো বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ গ্রহণ করার ফলে নানাভাবে লাভবান হচ্ছে।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি-এর সদস্যপদ লাভ করে। ওআইসি-এর সদস্যপদ বাংলাদেশকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বীকৃতি অর্জন এবং জাতিসংঘের সদস্যপদসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভে সাহায্য করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর অবদান ছিল অপরিসীম। শুরু থেকেই বাংলাদেশ ওআইসি-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে।

Teachingbd24.com

ওআইসি-এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট আল-কুদস কমিটির অন্যতম সদস্য। এ ছাড়াও সব স্থায়ী কমিটির সদস্য। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত OIC-এর ৫ দিনব্যাপী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে।

বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এর সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা লাভেও সমর্থ হয়েছে। IDB বাংলাদেশকে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতা লাভ করছে। ওআইসি-এর প্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Islamic University of Technology (IUT) বাংলাদেশের গাজীপুরে অবস্থিত। ওআইসিভুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদশালী কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। সাংগঠনিকভাবে সংগঠনটির সাথে এদেশের যেমন সক্রিয় অবস্থান রয়েছে তেমনি এর সদস্য দেশগুলোর সাথেও বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান।

আলোচনা শেষে বলা যায়, শিক্ষক তার বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ ওআইসি'র কাছ থেকে যে সকল সুযোগ-সুবিধার লাভ করছে সে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব রায়হান আব্বাস গার্মেন্টস কারখানার মালিক। এ কারখানার উৎপাদিত কাপড় তিনি ইউরোপের কয়েকটি দেশে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। রায়হান আব্বাসের ব্যবসার ক্ষেত্রে ২০০১ সালে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তি কার্যকরী অবদান রেখে চলেছে। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা কত? ১

খ. কমনওয়েলথ এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রায়হান আব্বাসের ব্যবসার সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থাটি জড়িত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূলত বাণিজ্যিক'-এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৩।

খ কমনওয়েলথ এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেন ছিল বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং গঠন করেছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল। কমনওয়েলথ ও তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকের রায়হান আব্বাসের ব্যবসার সাথে পাঠ্যবইয়ের ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংস্থাটি জড়িত।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার হলো ইউরোপ। সম্প্রতি বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে বিনা শুল্কে সব ধরনের পণ্য রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০০১ সালে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তি বিশেষ অবদান রাখছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রায়হান আব্বাস একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। তিনি ইউরোপের কয়েকটি দেশে তার কারখানার কাপড় বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। তার ব্যবসার ক্ষেত্রে ২০০১ সালে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তি কার্যকরী অবদান রেখে চলছে। তাই বলা যায়, রায়হান সাহেবের ব্যবসা পাঠ্যবইয়ের ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংস্থাটির সাথে জড়িত।

ঘ উদ্দীপকে রায়হান আব্বাসের ব্যবসার সাথে পাঠ্যবইয়ের ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংস্থাটি জড়িত। এ সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূলত বাণিজ্যিক।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশি পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে একক অঞ্চল হিসেবে ইইউ শীর্ষে অবস্থান করছে। বর্তমানে ইইউভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশ বিনা শুল্কে সবধরনের পণ্য রপ্তানি করছে।

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, সুশাসন এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০১ সালে ইইউ বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত করে। ইইউ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষককের ভূমিকা পালন করে। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইইউ ১০০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ছিল। এছাড়া বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির বড় বাজার ইউরোপ। এজন্য বাংলাদেশের শ্রমিক অধিকার ও গার্মেন্টস শিল্পে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে ২০১৩ সালে ইইউ ও বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, ইইউ-এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূলত বাণিজ্যিক।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইইউ-এর সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও বাণিজ্যিক সম্পর্কই প্রধান।

Teachingbd24.com